দৈনিক সংবাদ ৩৩

তারিখ ... 23 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৮ ...

নানা সংকটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আকমল হোসেন

বিশেষ প্রতিবেদন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর। ক্যাম্পাস নিথর নিস্তব্ধ। ধর্মঘট, কর্মবিরতি চলছে লাগাতার। কার্যক্রমে অচলাবস্থা কিন্তু রাজনীতির মাঠ গরম। বর্ষার বারিধারার মাঝেও এ গরম দূর হবার নয়। ক্যাম্পাসের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অনেকদিন আগে। ২৬শে জুন। ছাত্র-লীগের ধর্মঘট, শিক্ষকদের কর্মবিরতি, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবিরের মিটিং মিছিল ও সমাবেশের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এই অচলাবস্থা। মিছিল মিটিং ও ধর্মঘটের কারণ, ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন খোলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা বানানোর চক্রান্ত। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আন্দোলনের কর্মসূচি দিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভাগ দু'টি স্থগিত ঘোষণা করেন। কিন্তু ছাত্রলীগ এক ধাপ এগিয়ে উপাচার্য অফিস ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করে দেয়। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট ডাকে। ফলে ২৬শে জুন থেকে ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রলীগের এই অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অন্যরা সম্পৃক্ত হয়নি। সরকারি ছাত্র সংগঠন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও তাদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা নেয়নি। তবে সরকারের শরণাপন্ন হয়েছে।

সার্বিক পরিবেশ ঃ অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ আর কায়রোর আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমসাময়িক সময়ে গড়ে উঠেছিল। ক্যামব্রিজ এবং অক্সফোর্ড আজ দর্শন ও বিজ্ঞানকে শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ আল্ আজাহারের ধর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেয়ায় পড়ে আছে অনেক পিছনে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগগুলোতে ভর্তির জন্য প্রতি আসনে যেখানে প্রতিযোগী থাকে ৩০ থেকে ৫০ জন, সেখানে শরীয়া অনুষদের প্রতি আসনে প্রতিযোগী থাকে মাত্র ২ থেকে ৬ জনের মতো। তারপরও আল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়া এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ একই বিষয় নিয়ে তিন নামে তিনটি বিভাগ চালু রাখা হয়েছে মৌলবাদী স্বার্থে। যারা মুক্তিসংগ্রাম ও জাতীয় ঐতিহ্যবিরোধী চেতনাপুষ্ট। গরিব দেশের অগণিত মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য যখন কর্মমুখী এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন, সেখানে অনুৎপাদনশীল মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে টাকা খরচের অর্থই জাতীয় সম্পদের অপচয়। মাদ্রাসার ছাত্ররাই এক সময় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে রাজাকার আলবদর ও আলশামস, নামে অবস্থান নিয়েছিল। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ নিয়ে অজুহাত তুলে ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণে বিভিন্ন ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাততালির পরিবর্তে মারহাবা বলার বিধান রয়েছে। ধর্মীয় পোশাক পরে ক্যাম্পাসে আসা, ছেলেমেয়েদের এক সাথে চলাফেরা ও কথা না বলা-এ রকম হাজারো বিধিনিষেধ এ ক্যাম্পাসে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলেই হামদ, নাত, গজল ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির নামে বাঙালি সংস্কৃতিকে বন্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়। কর্তৃপক্ষ মৌলবাদী চাপের মুখে নীরব থাকে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন দাবির মুখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অজুহাত দাঁড় করেন। একটা নামের কারণেই মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পিছন ঠেলে রেখেছে, জাতীয় ঐতিহ্যকে করেছে নির্বাসন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনার সুযোগ এসেছে। সুযোগটা কাজে লাগানো যেতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ-জাতির স্বার্থেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ ঢাকা রাজশাহী ও খুলনার মত হতে আপত্তিই বা কোথায়?

ছাত্রলীগের আন্দোলন ঃ ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন বাতিলের ইস্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনের সৃষ্টি। অনেক আগ থেকেই মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনটি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাত্রলীগও ভিসিবিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। এ পর্যায়ে ছাত্র শিবিরের সাথে যৌথ আন্দোলনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়। কিন্তু গত বছর ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষে একজন শিবিরকর্মী নিহত হবার পর ভিসিবিরোধী আন্দোলন আর আগায়নি। প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক কালচার, কৌশলগত বিষয় এবং বিভিন্নমুখী চাহিদার কারণে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক দাবিগুলো পূরণ সম্ভব না হওয়ায় ভিসি বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ সক্রিয় হয়ে পড়ে। ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন বিভাগ খুললে ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রমৈত্রী ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এই অবস্থানকে ছাত্রলীগ কাজে লাগায়। তাদের অনুসারী শিক্ষকদের একটা অংশের সার্বিক সমর্থনে ভাঙচুর-তালাবদ্ধ, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ উপাচার্যের পদত্যাগের ইস্যুর আন্দোলন শুরু করে।

আন্দোলনে নতুন মিত্র ঃ ২৯শে জুন হতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ পূর্ব কর্মসূচি ছাড়াই লাগাতর ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু এক সপ্তাহ শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা সম্পর্কে মুখ খোলেনি। বিষয়টা পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন বলে শিক্ষক সমিতি জানান। এরই মধ্যে ৭ই জুলাই শিক্ষক সমিতি (জামাত ও বিএনপিপন্থী) সাধারণ সভায় উপাচার্যের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করে উপাচার্যের পদত্যাগের জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করলে ভিসিবিরোধী আন্দোলনে নতুন শক্তির সমাবেশ ঘটে।

উপাচার্য ও তার প্রশাসন শিক্ষক সমিতির এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেন। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য ১০ জুলাই শিক্ষক-ছাত্রদের সহযোগিতা কামনা করেন। সরকারিদল সমর্থিত শিক্ষকদের একটা অংশ বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মনোনীত একজনকে উপাচার্য করার চেষ্টা করছিলেন। ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যসহ কিছু প্রগতিশীল কাজ করার জন্য জামাত শিবিরপন্থী শিক্ষকেরা ভিসিবিরোধী ভূমিকায় ছিলেন। জিয়া পরিষদের নামে মৌলবাদী আদর্শের ধারক ও বাহক কিছু শিক্ষক প্রথম থেকেই ভিসি'র পক্ষে থাকলেও সংগঠনকে সুবিধাদানের অভিযোগ ভিসিকে অসহযোগিতা করেন। তারা শিক্ষক সমিতিতে থাকায় ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের সুবিধাজনক স্থানে অবস্থানের আশায় ভিসিবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়। তবে শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেছেন, যেভাবেই হোক একদফা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় ফিরে এলে দালাল আখ্যা পাওয়ার ভয়ে অনেকেই জানালেন-এ আন্দোলন হতে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

ভিসি'র অবস্থান ঃ ছাত্রলীগ উপাচার্যের কুষ্টিয়ার বাসার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন, এবং তালাবদ্ধ করে দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কুষ্টিয়া জেলা ও পুলিশ প্রশাসন বাসার তালা ভেঙে উপাচার্যকে বাসায় উঠিয়ে তার সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অনিয়মের খতিয়ান না থাকায় সরকারি দলের একটি প্রভাবশালী মহলে এক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই উপাচার্যকে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থান করতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে উপাচার্যকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য ঃ ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের শরিক সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন খোলার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছিল। এটা স্থগিত করার পর এরা আপাতত কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য এই সংগঠনগুলো সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছে।

সর্বশেষ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও অচলাবস্থা বিরাজ করছে। গত রোববার ভিসি ইনাম-উল হক দীর্ঘ ৫২ দিন পর বহিরাগত ভাড়াটিয়া বাহিনীর সহায়তায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। এ সময় বহিরাগত বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্ররা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বহিরাগতদের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে ৩০/৪০ জন ছাত্র আহত হয়। ছাত্ররা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ভিসি'র অপসারণ দাবি করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ভিসি সাদা কাগজে 'পদত্যাগ করিলাম' মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। সেদিনই বেলা একটার দিকে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পরদিন তিনি 'পদত্যাগ করি নাই' শিরোনামে পত্রিকায় আবার বিবৃতি দেন।

এদিকে গত মঙ্গলবার ক্যাম্পাস সংলগ্ন শেখপাড়া বাজারে ভিসির ভাড়াটিয়া ৩০/৪০ জনের দলটি সাধারণ ছাত্রদের উপর পুনরায় তিন/চার রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে অবশ্য কেউ হতাহত হয়নি। এ সময় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সর্বশেষ ঃ রোববারের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রনেতা মীর মোশেদুর রহমান বাদি হয়ে ভিসির ভাড়াটিয়া চিহ্নিত সাত সদস্যের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। ভিসি ইনাম-উল হকও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে একই থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশে অচেনা যুবকদের সন্দেহ-জনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে বড় ধরনের কোন সংঘর্ষ ঘটতে পারে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক